50

ভোরের কাগজ

তারিখ APR. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের নাজুক অবস্থা

বর্তমান বিশ্বে যেকোনো দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঐ দেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে জনসংখ্যার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। কোটি কোটি টাকায় নির্মিত ও পরিচালিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অন্যতম। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ স্বল্প সময়ে কারিগরি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসংস্থান পাওয়ার উদ্দেশে তাদের ছেলেমেয়েদের অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি যিনি অধ্যক্ষ তিনি শুধু অধ্যক্ষের চেয়ারটিই দখল করে আছেন। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকে এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে হতে বর্তমানে নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছে।

দুর্বলতম প্রশাসনের কারণে এখানে ছাত্রদের শতকরা ৪০ ভাগ ক্লাসও হয় না এবং বেশির ভাগ শিক্ষক ও কর্মচারী 'যেমন খুশি তেমন চলো' এই নীতিতে চলছে। বর্তমানে এখানে প্রশাসন নেই বললেই চলে, যার ফলে শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী কেউ এই অধ্যক্ষের কথায় কর্ণপাত করেন না। এমতবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

কৌশিক আহমেদ
২য় বর্ষ, বিদ্যুৎ কৌশল বিভাগ
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
সিলেট।